



সাংবাদিককে কুপিয়ে জখম, রক্তাক্ত জখম বাদ দিয়ে অভিযোগ দিতে বললেন ওসি সালাউদ্দিন



আহত সাংবাদিক মাসুম মিয়া। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া।

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ সংবাদ প্রকাশের জেরে মো. মাহুম মিয়া নামে এক সাংবাদিককে পথরোধ করে কুপিয়ে ও লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দিতে গেলে অভিযোগ থেকে ‘রক্তাক্ত জখম’ শব্দটি বাদ দিয়ে অভিযোগ করতে বলা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এএইচএম সালাউদ্দিনের বিরুদ্ধে।

বৃহস্পতিবার (১ অক্টোবর) বিকেলে রূপগঞ্জ থানাধীন মঠের ঘাট এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।

সাংবাদিক মাহুম মিয়া দৈনিক যুগযুগান্তর এবং বিশ্ববাংলা-২৪-এর রূপগঞ্জ প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

গত ১৩ আগস্ট কয়েকজনের বিরুদ্ধে এমএইচ নিউজ-২৪ অনলাইন পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর থেকেই তাকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি ও হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। বৃহস্পতিবার বিকেলে মোটরসাইকেলে মুড়াপাড়া থেকে রূপগঞ্জ থানায় যাওয়ার পথে মঠের ঘাট এলাকায় পৌঁছালে শাহিদুল ইসলাম সাহেদ, জাইদুল, আবু সাঈদসহ অজ্ঞাত আরও ৪-৫ জন তার পথরোধ করেন।

এ সময় হামলাকারীরা ধারালো অস্ত্র ও লোহার রড নিয়ে তার ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন চাপাতি দিয়ে কোপ দিলে মাহুমের বাম চোখের ওপরের অংশে কাটা ও রক্তাক্ত জখম হয়। পরে অন্যরা লোহার রড দিয়ে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারধর করে।

মাহুমকে রক্ষা করতে তার বড় ভাই মাসুদ মিয়া এগিয়ে গেলে তাকেও মারধর করা হয়। একপর্যায়ে তার ভাইয়ের পকেট থেকে ২৫ হাজার টাকা নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আহত সাংবাদিককে রূপগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয় এবং সেখানে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে নারায়ণগঞ্জ জেলা ‘গ’ সার্কেলের এএসপি মেহেদী ইসলাম বলেন, ‘আমি প্রধানমন্ত্রীর ভিআইপি প্রটোকলে ছিলাম। থানায় কী কারণে অভিযোগ নেয়নি।’ তা খোঁজ নিয়ে দেখবো।

তিনি আরও বলেন, ‘সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনাটি আমি অবগত ছিলাম নাহ। আমি এ মাত্র শুনেছি। এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি।’